স্থানীয় বীজ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করি

পরিবেশ দূষণ বন্ধ করি

ফসল পঞ্জিকা

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

চাষ শুরু ► ——→ শেষ

বৈশাখ = মধ্য এপ্রিল - মধ্য মে

ফসলের নাম	খরিপ-১			খরিপ-২			রবি					
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
আউশ ধান	—	—	—	—	→							►
বোনা আমন ধান	—	—	—	—	—	—	—	→				►
রোপা আমন ধান				►	—	—	—	—	→			
বোরো ধান	→							►	—	—	—	—
গম	→									►	—	—
কাউন					►	—	—	—	→			
চীনাবাদাম						►	—	—	—	—	—	→
ভুট্টা	—	—	—	→						►	—	—
সরিষা, তিল, তিসি, রাই							►	—	—	—	—	→
পাট	►	—	—	—	→							
মাসকলাই ডাল					►	—	—	—	—	—	—	→
মুগ, খেসারি কলাই / ডাল							►	—	—	—	—	→
বুট কলাই/ ছোলা							►	—	→			
মসুর কলাই / ডাল								►	—	—	—	→
আলু, মেটে আলু								►	—	—	—	→
মিষ্টি আলু	—	—	—	→			►	—	—	—	—	—
শাপলা, শালুক, চাষী কলমি, অম্বল মধু শাক			►	—	—	—	—	—	→			
শিম				►	—	—	—	—	—	→		
পটল, খিরাই					►	—	—	—	—	—	—	→
মিষ্টি কুমড়া, উচ্ছে / করলা, টমেটো, ফুলকপি, পাতাকপি, ওলকপি, বিট, শালগম, মূলা, মটরশুটি, গাজর, লেবু, লেটুস পাতা, পালং শাক							►	—	—	—	—	→
ঢেঁড়স / ভেন্ডি, করলা	—	—	—	→							►	—
কাঁকরোল, কুশি / চিচিঙ্গা, ঝিঙা, বাঙ্গি	—	—	—	—	→						►	—
জালি কুমড়া / চাল কুমড়া	—	—	—	—	—	→					►	—
শসা, বরবটি	—	—	—	→								►
বেগুন, মরিচ, লাউ, কচু, পল্লা / ধুন্দল, পেঁপে, কলা, হলুদ, সজনে, নজনে, অড়হর, কেওড়া, ডুমুর, মাদার, অড়হর ডাল	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
পুঁই, লাল, কলমি, ডাটা, বাটি, নাপা, হেলেঞ্চা, ঢেকি, জল কাটানি, খুদ কাড়েলি, থানকুনি, সেঞ্চি, ঘোড়া সেঞ্চি, মাটি ফোড়া, ঘুম, আদা বরণ, কচু, তেলা কচু, কলমি, পেপুল, দুধ শাক, ধনে পাতা	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
বেতো, গাদোমনি, নূনে, গিমে শাক	—	—	→					►	—	—	—	—
পেঁয়াজ, রসুন							►	—	—	—	—	→
আদা, বউ নূটে শাক	►	—	—	—	—	—	—	—	→			
আমরুল শাক								►	—	—	—	→
ধনিয়া, রাধুনি, শলুক, মৌরি					►	—	—	—	—	—	—	→
তেজপাতা, দারুচিনি, হরিতকি, সুপারি, কলা, চিরতা	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

জীববৈচিত্র্য নির্ভর সুস্থায়ী কৃষির মূলনীতি

- সকল শস্যের বীজ নারী বা পুরুষ কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষণ করা।
- কৃষি ক্ষেতে স্থানীয় মাটি ও জলবায়ু উপযোগী যত বেশি সংখ্যক প্রজাতির শস্য ও তাদের যত বেশি সংখ্যক জাত একসাথে মৌসুম অনুযায়ী সারা বছর ধরে চাষ করা। একসাথে অনেক রকম প্রজাতি ও জাতের শস্য চাষ করলে শস্যের রোগ-পোকার আক্রমণ কম হয় এবং ফসলের ক্ষেতের ইকোসিস্টেম জটিল ও ঘাতসহ হয়।
- স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ ব্যবহার করে জৈব সার, সবুজ সার, অনুজীব সারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা।
- স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ ব্যবহার করে শত্রু পোকা, রোগ বা বাড়তি ঘাস বা উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করা।
- শস্যের সঙ্গী উদ্ভিদকে 'আগাছা' বলে চিহ্নিত না করে তাদের যথাযথ ব্যবহার করা।
- ভূ-উপরিস্থ বা বৃষ্টির পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী শস্য নির্বাচন করা, যাতে সেচের জন্য মাটির নিচের পানি তুলতে না হয়।
- কৃষি ক্ষেতে জীববৈচিত্র্য লালন করে যথাসম্ভব বাড়ানো।
- স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির উপযোগী শস্য বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণের জ্ঞান এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণির ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান প্রয়োগ করা ও সমৃদ্ধ করা।

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

প্রকাশনায়: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব), বাড়ি ৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন : ০২-৯৮২০০৫১, ই-মেইল: rib@citech-bd.com, ওয়েবসাইট: www.rib-bangladesh.org

Sponsored by Rosa Luxemburg Stiftung e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA
www.rosalux.in